যারা আলো জ্বেলেছিল

JOURNEYMAN
BOOKS

JOURNEYMAN

BOOKS

যারা আলো জ্বেলেছিল

নূহ-উল-আলম লেনিন

JOURNEYMAN
BOOKS

জার্নিম্যান
বুক্স

যারা আলো জ্বেলেছিল

নূহ-উল-আলম লেনিন

© লেখক

প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০২১

প্রকাশক

জার্নিম্যান বুক্স

১০/৬, ইস্টার্ন প্লাজা, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা ১২০৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৯৬৬২৪৭৯, ৯৬৬০২২৪, ৯৬৬২৮৮২

প্রচ্ছদ ও গ্রন্থনকশা
জার্নিম্যান
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত শিল্পকর্ম : শিল্পী হাশেম খান

মুদ্রণ
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ
হ্যাপি হোম্স, ২২/এ/৫/১, কুনিপাড়া
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা ১২০৮
ফোন : +৮৮ ০২ ৮৮৭৮৪৪৯

মূল্য
৪০০ টাকা

Jara Alo Jelechhilo
by Nooh-Ul-Alam Lenin
Published by Journeyman Books
First Published March 2021
Price : Taka 400 / US$ 16

ISBN : 978-984-95635-9-4

www.journeymanbooks.net

উৎসর্গ

‘তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধা আমার দখিন হাতে’

অঞ্জন চৌধুরী

প্রীতিভাজনেষু

JOURNEYMAN
BOOKS

প্রসঙ্গকথা

‘যারা আলো জ্বেলেছিল’ তাদের কেউ রথের সারথি, কেউ কেউ সারথির সহযাত্রী, কেউবা জোনাকিসম, কেউ কেউ কবি, কেউ কেউ স্বপাঞ্জনমাখা বিপ্লবী। আরও আছে, শুদ্ধ মানুষ ভাষা সংগ্রাম ও স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে রক্তস্নাত করেছেন প্রিয় মাতৃভূমির পবিত্র মাটি। আছেন আমার জন্মদাত্রী ও জন্মদাতা। না, এদের অধিকাংশেরই কোনো আসন নেই ইতিহাসে অথবা আমাদের প্রাতঃস্মরণে। কেউ আকাশস্পর্শী বটবৃক্ষ আবার অনেকেই সবুজ প্রান্তরের দূর্বাঘাস, সুযোগ পেলেই সাধারণ মানুষ যাদের মাড়িয়ে দিয়ে চলে যান।

এদের কথা নিয়েই ‘যারা আলো জ্বেলেছিল’। প্রকৃতিতে সূর্য ও চন্দ্র আলো দেয়। দূরের নক্ষত্র এবং ধরণির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জোনাকিও অন্ধকারে পথ দেখায়। এই গ্রন্থে যেমন আছে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের কথা, আছে জোনাকিদের কথা।

এই গ্রন্থের প্রেরণা সেই সব মানুষ, যারা স্বদেশের জন্য, মানবজাতির জন্য এবং বিশেষত হতদরিদ্র মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবি সৈয়দ শামসুল হক। রয়েছেন রথের সারথি বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ, মহারথী শেখ হাসিনা, রথী এএমএ মুহিত, রথী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। ভাষা সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা– যাদের স্বপ্নে সাধনায় আত্মদানে গৌরবমণ্ডিত হয়েছে সেই ভোরের পাখি শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফজলুল হক খন্দকার, অজয় রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ, পংকজ ভট্টাচার্য এবং নারীনেত্রী আয়েশা খানমসহ বেশ কয়েকজন দেশকর্মী, শিক্ষক এবং নেপথ্যের মানুষের কথা।

যুগ বদলেছে। সাম্যের সমাজের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। কিন্তু যারা স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন একটি নতুন সমাজ নির্মাণের জন্য নিজেদের রক্ত, স্বেদ দিয়ে আলো জ্বেলেছিলেন, আমরা জানি তারা ব্যর্থ হননি। বরং তারা নতুন যুগের নতুন অভিযাত্রী

দলের জন্য বাতিঘর হয়ে থাকবেন। অনাগত কাল ধরে তারা মানুষকে প্রেরণা জোগাবেন। এভাবেই তারা ‘এই পথে আলো জ্বেলে, এ পথেই পৃথিবীর ক্রমোমুক্তির’ নতুন অভিযাত্রী দলের সঙ্গে ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকবেন।

করোনাক্রান্ত এই দুঃসময়ে মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণমূলক লেখাগুলো গ্রন্থিত এবং প্রকাশিত হওয়ার মূল প্রেরণা জুগিয়েছেন, দেশকর্মী, কবি, প্রকাশক, প্রীতিভাজন তারিক সুজাত। কয়েকজন মহিমান্বিত প্রয়াতজনকে নিয়ে কলম ধরতে বাধ্য করেছেন তিনি এবং প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকেও ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন এই ‘জার্নিম্যান বুক্স’। তারিককে তার ভালোবাসার জন্য কোনো বিনিময় দেওয়ার সুযোগ নেই আমার। নিবন্ধগুলো কম্পোজ করা, ছাপার উপযোগী করার জন্য স্নেহভাজন জাকির, রায়হান ও ফারুক শাহ’কে ধন্যবাদ। প্রচ্ছদে বরেণ্য শিল্পী হাশেম খানের শিল্পকর্ম ব্যবহারের ফলে বইটি সৌকর্যমণ্ডিত হয়েছে। তাঁর প্রতি আমার অশেষ শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

এই গ্রন্থস্থিত নিবন্ধগুলো পাঠ করে কেউ যদি সামান্যতম আলোকিত হন, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

নূহ-উল-আলম লেনিন

JOURNEYMAN BOOKS

সূচিপত্র

'বঙ্গবন্ধু' অভিধার পঞ্চাশ বছর ১১

নজরুলের রাষ্ট্র চিন্তা ও ভাবাদর্শ ২১

ভোরের পাখি শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৭

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : রাজনীতির কবি কবির রাজনীতি ৩৯

ঝড়ের খেয়ায় অর্ধেক জীবন ৫১

কবির জন্ম-মৃত্যু ৫৭

আমাদের প্রিয় শিক্ষক : আমাদের বাতিঘর ৬১

মোহাম্মদ ফরহাদের চিঠি থেকে
কেউ কথা রাখেনি ৬৫

ভাটির দেশে ভিনদেশি ৭১

সামাজিক মুক্তির পথযাত্রী ৮১

সৈয়দ আশরাফ : এক আদর্শ সংস্কৃতিবান রাজনীতিবিদ ৮৭

এএমএ মুহিত : আত্মনিবেদিত দেশকর্মী ৯৫

দূরের মানুষ কাছের মানুষ ১০৩

দেশকর্মী বিপ্লবী রহমান মাস্টার ১০৯

ফজলুল হক খোন্দকার : পৃথিবীই যার ঠিকানা ১১৭

একজন মিনি মুঘলের কথা ১২৫

একজন নেপথ্যচারীর কথা ১২৯

পংকজ ভট্টাচার্য : বিপরীত স্রোতের যাত্রী ১৩৫

আলোর পথযাত্রী মাহবুবে আলম	১৪১
আবুল হাসনাত : একজন নিভৃতচারীর গল্প	১৪৭
আয়েশা খানম : নকশিকাঁথার শিল্পী	১৫৫
একটি অসমাপ্ত গল্প	১৬৩
আতিয়ার রহমান : ইতিহাসে উপেক্ষিত	১৬৯
স্বপ্ন কখনো পুরনো হয় না	১৭৫
আমার প্রিয় শিক্ষকদের কথা	১৮১
আমার পৃথিবীর পাঠশালা	১৮৯
কয়েক টুকরো গল্প	১৯৭
রাখীর সঙ্গে রাখিবন্ধন	২০৩
মুনিরুজ্জামান : লাল ঝান্ডা ও সম্পাদকের কলম	২০৯

JOURNEYMAN BOOKS

‘বঙ্গবন্ধু’ অভিধার পঞ্চাশ বছর

মানবেতিহাসে যুগন্ধর ব্যক্তিদের মহিমান্বিত করার লক্ষ্যে উপাধি প্রদান বা বিশেষ বিশেষণ সহযোগে তাদের নামোচ্চারণ এবং পরিচিতি তুলে ধরা একটা প্রাচীন ঐতিহ্য। ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান ছাড়াও রাজনীতি, স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রাম, যুদ্ধে বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা এবং দুঃসাহসিক অভিযানে ঐতিহাসিক সাফল্য প্রভৃতির জন্য কখনও দেশবাসী এবং কখনওবা রাষ্ট্র এই বিশেষণ দিয়ে থাকে। এসব বিশেষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি জনগণের ভালোবাসা এবং গৌরববোধের অভিপ্রকাশ ঘটে। এমনকি লোকমুখের মিথও একসময় ব্যক্তিবিশেষের নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

৩২৮০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে মেনেজ নামে এক রাজা সমগ্র মিসরের নগর রাষ্ট্রগুলোকে একীভূত করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হওয়ার পর ‘ফারাও’ উপাধি ধারণ করেন, যার আভিধানিক অর্থ মহান নিবাস বা রাজপ্রাসাদের অধিবাসী।

জগৎজয়ী গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নামের সঙ্গে যেমন ‘গ্রেট’ শব্দটি বিশেষণ হিসেবে উচ্চারিত হয়। প্রাচীন ভারতেও এ জাতীয় উপাধির প্রচলন ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজ-রাজারা বিশেষ বিশেষণযুক্ত নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করতেন। ওইসব নাম কখনোই তার স্বদেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা থেকে উৎসারিত হতো না। ধর্ম-সাধকরাও কোনো একটা পর্যায়ে সিদ্ধি অর্জন করলে নানা ধর্মীয় উপাধি বা বিশেষণে ভূষিত হতেন।

কিন্তু স্বদেশের কল্যাণে, স্বদেশবাসীর মুক্তি, স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে দেশে দেশে কালে কালে বিশেষ কোনো নেতা, সংগঠক বা ব্যক্তিকে ভালোবেসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, সেটি কোনো আরোপিত বিষয়